যুগান্তর

তারিখ 26 JAN 2003
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

শিক্ষকদের লাগাতার ধর্মঘটের ১৮ দিন

দাবি না মানলে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা বর্জনের হুমকি

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশের প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের ডাকা লাগাতার ধর্মঘটের ১৮তম দিন পার হয়েছে শনিবার। ধর্মঘটী শিক্ষকদের একটি অংশ প্রেস ক্লাবের সামনে ৪ দিন ধরে 'মহাঅবস্থান' কর্মসূচি পালন করছে। আরেক অংশে রাজধানীতে সারাদেশের প্রতিনিধিদের 'জরুরি সভা'য় মিলিত হয়। দিন শেষে ধর্মঘটী শিক্ষকরা চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে সরকারকে নয়া হুমকি দেন। দু'একদিনের মধ্যে দাবির স্বপক্ষে সরকারের পক্ষ থেকে কোন ধরনের ঘোষণা না এলে তারা আসন্ন এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা বর্জন করবেন।

হুমকি : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

যুগান্তর

চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে শিক্ষকদের অবস্থান

হুমকি : বর্জনের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

এর বাইরে আর তারা জাতীয় সংসদের স্পিকার এবং সংসদ সদস্যদেরও স্মারকলিপি দেবেন। একই দাবিতে ধর্মঘটে যাওয়া বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (নজরুল) ও শিক্ষক-কর্মচারী সংগ্রামী ঐক্য পরিষদও আজ স্পিকারকে স্মারকলিপি দেবে। শনিবার তারা আগে থেকে প্রেস ক্লাবে অবস্থানরত শিক্ষকদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন। অন্যদিকে প্রতিনিধি সভায় সরকারপন্থী শিক্ষকরাও তাদের লাগাতার ধর্মঘট প্রত্যাহার বা এসএসসি পরীক্ষায় দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছতে পারেননি বলে জানা গেছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অবশ্য কাল তারা সংবাদ সম্মেলনে নিজেদের পরবর্তী অবস্থান প্রকাশ করবে বলে জানা গেছে। তবে ধর্মঘটে না যাওয়া অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট আজ প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে। এতে তারা শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রত্যাশা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধির সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত, আসন্ন এসএসসি পরীক্ষাসহ বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের বক্তব্য উপস্থাপন করবেন।

প্রেস ক্লাবে মহাঅবস্থান : মহাঅবস্থান ধর্মঘটের চতুর্থ দিনের কর্মসূচি শনিবার সকাল ৯টার দিকে শুরু হয়। এতে কয়েক হাজার শিক্ষক-কর্মচারী অংশ নেন। জানা গেছে, সন্ধ্যা পৌনে ৬টা পর্যন্ত সেখানে তারা অবস্থান ও বিক্ষোভ করতে থাকেন। এরমধ্যে শুক্রবারও একইভাবে তারা অবস্থান করেন। আজও সকাল ৯টায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে অবস্থান শেষে বেলা ১১টার দিকে তারা মিছিলসহ স্পিকার ও সংসদ সদস্যদের স্মারকলিপি দিতে যাবেন। পরে বেলা সাড়ে ১২টায় সংবাদ সম্মেলন করবেন তারা। শনিবার কর্মসূচিকালে আন্দোলনের নেতা অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া বলেন, আগামী দু'একদিনের মধ্যে তাদের দাবি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া দেখা না গেলে তারা এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় দায়িত্ব বর্জন করবেন। এতে টানা ১০ বছর ধরে যে ছাত্রছাত্রীদের তারা হাতে-কলমে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, তাদের জন্য তাদেরও অনেক কষ্ট হবে। কিন্তু আধা পেটে বা খালি পেটে পাঠদান সম্ভব নয়। এ অবস্থায় এসব শিক্ষার্থীর লেখাপড়া ও পরীক্ষাগ্রহণ যাতে ব্যাহত না ঘটে, সেদিক বিবেচনায় নিয়ে সরকার তাদের দাবি মেনে নেবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, তাদের এ দাবি একদিনের নয়, দীর্ঘদিন ধরে জাতীয়করণের এ আন্দোলন চলছে। সুতরাং শিক্ষামন্ত্রীর মন্তব্য অযৌক্তিক ও অনাকাঙ্ক্ষিত। সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে শিক্ষক নেতা অধ্যক্ষ রেজাউল করিম, মাওলানা মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, মোঃ জাকির হোসেন, অধ্যাপক আলমগীর হোসেন, অধ্যাপক মোফাজ্জল হোসেন বাদল, অধ্যাপক আমিনা বেগম, ফাতেমা আক্তার হেনা, অধ্যাপক আবদুল হাকিম, অধ্যক্ষ শীলা, এমএ হক চৌধুরী, আবদুল আলিম, আবদুল গনি, মামুনুর রশিদ, অধ্যাপক জাকারিয়া শরীফ, অধ্যক্ষ জাকির হোসেন, অধ্যাপক আসাদুজ্জামান আকাশ, আজিজুল হক রাজা প্রমুখ। এরমধ্যে শুক্রবার অবস্থান কর্মসূচিতে শিক্ষকদের দাবি যৌক্তিকতা তুলে ধরে এ দাবির প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া, শামসুজ্জামান দুদু ও বরকত উল্লাহ বুলু এবং শিক্ষক নেতা নজরুল ইসলাম রনি বক্তৃতা করেন। শনিবার শিক্ষক-কর্মচারীদের দাবি সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আরএ গনি। এর বাইরে 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আন্দোলন চলছে' বলে শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যের নিন্দা জানিয়ে শনিবার অবস্থান ধর্মঘটে সমর্থক শিক্ষক নেতাদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা অজিত কুমার সরকার, কমল কান্তি ভৌমিক, জসীম উদ্দিন, শাহাদাত হোসেন, ফজলুল হক, আসাদুজ্জামান প্রমুখ।

প্রতিনিধি সভা : ১২ জানুয়ারি থেকে সারাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘটে যাওয়া সরকার সমর্থক বিভিন্ন সংগঠনের মোর্চা শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের এক প্রতিনিধি সভা রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে পরিষদের অন্যতম আহ্বায়ক অধ্যক্ষ শাহজাহান আলম সাজু বলেন, ধর্মঘট, শিক্ষামন্ত্রীর ঘোষিত নয়া আর্থিক সুবিধা, আসন্ন পরীক্ষা দায়িত্ব পালন ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছে। শিক্ষকদের মধ্যে অনেক ক্ষোভ ও অসন্তোষ। সারাদেশের শিক্ষকরা নানা ব্যাপারে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করছেন কেন্দ্রীয় নেতাদের। এ কারণে ধর্মঘট পরীক্ষায় দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে কোন ঐকমত্য হয়নি। একদিন সময় নেয়া হয়েছে। এরমধ্যে আলোচনা-পর্যালোচনা শেষে সোমবার তারা সংবাদ সম্মেলনে তাদের অবস্থান পরিষ্কার করবেন।